CYMK

মায়ের বকুনিতে আত্মঘাতী কিশোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মায়ের বকুনিতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল এক কিশোর। মৃতের নাম দেবার্জুন দেবনাথ(১৭)। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের মাধবপুর অঞ্চলের শেলালপুর গ্রামে। জানা গেছে, দেবার্জুন দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট। মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে বচসা হয়। মা তাকে বকাবকি করেন বলে জানা গেছে। কিন্তু তারপর বুধবার সকালে সে রাগ করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিকালের দিকে স্থানীয় মানুষ কিছুটা দূরে একটি পুকুর পাড়ের গাছে তার দেহ ঝুলতে দেখেন। এরপর খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর থানার ট্যাগরা গ্রামে। পুলিশ ও পরিজন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো বুধবার কাজে বেরিয়েছিলেন দিনমজুর বিকাশ মালিক (৩৫)। জলে পানা তোলার কাজ করছিলেন। তখনই অসাবধানতাবশত তিনি জলে ডুবে যান। পরে খোঁজ পড়ায় সহকর্মীরা খোঁজখুঁজি শুরু করেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। জানা গেছে, উদ্ধারের সময়ও তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার কিছুপর তাঁর মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ দেহটি শ্রীরামপুরে পাঠায়।

চ্যানেল দেখতে না পাওয়ায় ক্ষোভ গ্রাহকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের কামারপুকুরে একটি কেবল সংস্থার ইচ্ছামতো সম্প্রচারকে কেন্দ্র করে গ্রাহকদের সঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি হল। গ্রাহকরা টিভিতে পছন্দের অনুষ্ঠান দেখতে না পেয়ে ওই সংস্থার কন্ট্রোলরুম ঘেরাও করে। কেবল গ্রাহকদের অভিযোগ, আমরা টাকা দিচ্ছি। তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরেই খেলার চ্যানেলসহ অনেক চ্যানেলই দেখতে পাচ্ছি না।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ হুগলির শ্রীরামপুর ঘোরামারা বাজারে একব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম লোকনাথ যাদব। বাড়ি রিষড়া নয়া বস্তি শ্রীকৃষ্ণনগরে। ঘোরামারায় একটি দোকানের পাশে চাদর চাপা দেওয়াঅবস্থায় লোকনাথ যাদবকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়ারা। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ওয়ালস হাসপাতালে পাঠায়।

সংঘর্ষে জখম ১২

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে দুই পরিবারের সংঘর্ষে মোট জখম হলেন ১২জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের গৌরহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যাদববাটী গ্রামে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন তারাপদ খাঁ ও তপন খাঁ দুই পরিবারের মধ্যে জমিজমা ও পুকুর নিয়ে বিবাদ ছিল। এদিন তপন খাঁ-র পরিবারের একটি বাচ্চাকে নাচানোর জন্য বৃহন্নলারা যায়। এই ঘটনায় তপনের পরিবারের লোকের সন্দেহ হয় তারাপদর পরিবারের লোকেরাই ওই বৃহন্নলাদের পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে তারাপদের পরিবারে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। জখম হয় উভয় পক্ষের মোট ১২জন। তাদের আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্বামীর সঙ্গে থাকতে বাধা, আত্মহত্যা গৃহবধূর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ স্বামীর সাথে সুখে ঘর সংসার করতে চেয়েছিলেন আসমা খাতুন। এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামীর সাথে স্ত্রীকে থাকতে দিতে চান না। স্বামী রজমান আলিও বাবা-মার কথাকে মেনে নিয়েছিল। স্বামীর সাথে থাকতে না পারার প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মঙ্গলবার বিকেলে শ্বশুরবাড়িতেই গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন ৬ মাসের সন্তানসম্ভবা আসমা খাতুন (২২)। এই ঘটনায় বুধবার পুলিশ আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গৃহবধূর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির ভদ্রেশ্বর থানার বিলকুলিতে। মৃত আসমার বাপের বাড়ি চুঁচুড়ার কালীপাড়ায়। বুধবার চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে আসমার দেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাসপাতালেই মেয়ের মৃতদেহের সামনেই কাঁদতে কাঁদতে আবদুল্লা বলেন, বিয়ের আগে মেয়ের সম্বন্ধ করার সময়েই তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয় ছেলে যেখানে থাকবে মেয়েও সেখানে থাকবে। ৭ মাস আগে ভদ্রেশ্বর বিলকুলির রমজান আলির সাথে তাঁর মেয়ে আসমার এই শর্তে বিয়ে হয়। রমজান মুম্বাইতে হীরের সেটিং-এর কাজ করে বলে কর্মসূত্রে তাকে সেখানেই থাকতে হয় বিয়ের পর কয়েকদিন মেয়ে স্বামীর সাথে ঘর করেছিল। তারই মধ্যে মেয়ে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। এরপর রমজান তার কর্মক্ষেত্র মুম্বাইতে চলে যায়। সেখ আবদুল্লার অভিযোগ, তাঁর মেয়ে রমজানের কাছে যেতে চেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল। কিন্তু শ্বশুর মুক্তার আলি শাশুড়ি তৈওবা বিবি তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন চালিয়ে স্বামীর কাছে যেতে দেয় নি। স্বামী রমজানও বিষয়টি মেনে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসমা আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ তুলেছেন শিকার।

আসমার পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ প্রথমে শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করে। বুধবার স্বামী রমজান আলি মুম্বাই থেকে বাড়ি ফিরে আসলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে সচেতনতা পিকনিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিভাগের পক্ষ থেকে ২৬জন গর্ভবতী মহিলাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হল একটি বনভোজন। এইদিন পশ্চিমপাড়া, বাবুরামপুর, সুন্দরপাড়া, হাজিপুর রাহাসোল প্রভৃতি জায়গা থেকে গর্ভবতী মায়েদের কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে গর্ভবতী মায়ের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আর তারপর তাঁদের সবার জন্য দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি খাওয়ানো হয়। খাওনোর শেষে তাদের হাতে উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয় একটি করে বাটি ও চামচ। গোঘাট ব্লক মেডিকেল অফিসার ডাঃ শুভ ভট্টাচার্য জানালেন, এদিনটিকে আমরা মাদার্স পিকনিক ডে হিসাবে পালন করলম। এই পিকনিকের উদ্দেশ্য বাড়িতে আর কেউ যেন সন্তান প্রসব না করেন।

এবিষয়ে গর্ভবতী মায়েদের সচেতন করে তোলা হয়। আমরা বা সরকার চায় কেউ যেন বাড়িতে সন্তান প্রসব না করেন। শুকসোনা বেগম নামে এক মা জানালেন, আজকে এই পিকনিকে এসে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। বিশেষ করে বাড়িতে সন্তান প্রসব করা যে একেবারেই নিরাপদ নয় তা উপলব্ধি করেছি।

দুটি পৃথক ঘটনায় খানাকুলে আত্মহত্যা প্রৌঢ়া ও যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মানসিক অবসাদের জেরে খানাকুলের দুটি পৃথক জায়গায় দুটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল। একটি হুগলির খানাকুলের জগন্নাথপুর এলাকায়, অপরটি খানাকুলের শিমুলিয়া এলাকায়। পুলিশ ও এলাকাসূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে জগন্নাথপুর গ্রামের বাসিন্দা দুর্গাবালা বাগ (৫৮)। নিজের বাড়িতে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ঘটনার পর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় গুরুতর আহত ওই গৃহবধূকে খানাকুল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন ভোরে খানাকুল হাসপাতালে মারা যান ওই গৃহবধূ। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি বলে দাবি ওই গৃহবধূর পরিবারের। অপরদিকে গত মঙ্গলবার ভোরে খানাকুলের শিমুলিয়া গ্রামে মানসিক অবসাদের জেরে বাড়ি পাশের জমিতে বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন স্থানীয় যুবক সেখ আরেফুল হোসেন ওরফে বাবু মুন্সী (২৩)। ঘটনারপর স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহায়তায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে খানাকুল ও পরে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে মারা যান বাবু মুন্সী। এদিকে উভয় ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

বাইকের টুলবক্স থেকে ১ লক্ষ টাকা উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ বৃহস্পতিবার সকালে হুগলির কামারপুকুর গ্রামের বাসিন্দা সৌমেন নন্দী কামারপুকুর চটী সংলগ্ন মহেশপুর স্টেট ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। তারপর সেই টাকা ব্যাঙ্কের বাইরে এসে বাইকের টুলবক্সে রেখেছিলেন। ওই সময় তিনি সেখানে থাকা একটি ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা বলা শেষ হতেই তিনি দেখেন তাঁর মোটরবাইকের টুলবক্স খুলে ১ লক্ষ টাকা ও জরুরি কিছু কাগজ নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সৌমেনবাবু পেশায় সিভিক পুলিশ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি গোঘাট থানায় জানান।

রিষড়া ও শ্রীরামপুরে ডায়ারিয়ার প্রকোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ হুগলির রিষড়া ও শ্রীরামপুর এলাকার আক্রান্ত প্রায় ৩০জন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে। রিষড়া, শ্রীরামপুর পশ্চিম রেলপাড় এলাকার নয়াবস্তি, মল্লিকপাড়া, প্রভাসনগরে বুধবার বিকালের পর থেকে ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। এদিন রাতে আক্রান্তদের বাড়ি যান রিষড়ার পুরপ্রধান বিজয়সাগর মিশ্র।

জল থেকে নাকি অন্য কোনও কারণে ডায়ারিয়া তা দেখতে রিষড়া পুরসভার স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীরা নেমে পড়েছেন বলে জানান পৌরসভার কর্মীরা।

রিষড়ায় মোবাইল দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ হুগলির রিষড়া এন এস রোডে একটি মোবাইল দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। দোকান মালিক প্রদীপ সাউ বৃহস্পতিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন দোকানের সাটারের তালা ভাঙা। প্রায় ৬-৭ লক্ষ টাকার দামি মোবাইল চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে দাবি দোকান মালিকের। রিষড়া থানা এলাকা জুড়ে সিসি টিভির নজরদারির সত্ত্বেও পর পর চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে রিষড়া থানার পুলিশ।

জন্মদিনে রক্তদান শিবির ও কম্বল বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বিশিষ্ট সমাজসেবী সৈয়দ জিয়াজুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক রক্তদান শিবির ও দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হল। বৃহস্পতিবার হুগলির আরামবাগের পারুলে এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সঙ্গে ছিল মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন। এই শিবির ৬০জন রক্তদান করেন। এছাড়াও ৮০০জনকে কম্বল বিতরণ করা হয়।

পাওয়ার গ্রিডের কাজ বন্ধ করে দিলেন চাষীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীতলা ঃ পাওয়ার গ্রিডের লাইন যাওয়াকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল চণ্ডীতলার থানার হরিপুর এলাকা। এবার পাওয়ার গ্রিডের কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় চাষী ভাইয়েরা। তাঁদের বক্তব্য, তাঁদের সাথে কথা না বলে সরকার বলপূর্বক এই কাজ করছে। তাঁরা তাঁদের মৌজা দিয়ে কোনওভাবেই পাওয়ার গ্রিডের লাইন যেতে দেবেন না। চাষীরা বলেন, তাঁদের কৃষি জমির উপর থেকে পাওয়ার গ্রিড গেলে ভবিষ্যতে কোনওদিন প্রয়োজন হলে তাঁরা সেই জমি আর বিক্রি করতে পারবেন না। সেজন্যই তাঁরা সেখান থেকে পাওয়ার গ্রিডের লাইন যেতে দিতে বাধা দেয়। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অরুণ কর্মকার গেলে তাঁকে ঘিরে চরম বিক্ষোভ দেখান চাষী ভাইয়েরা। সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অরুণ কর্মকারের বক্তব্য, আমরা বুঝতে পেরেছি চাষীদের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তাঁদের সাথে কথা না বলার জন্য। তাঁদের সাথে কথা বলে কাজটিকে তরান্বিত করলেই ভালো হতো। তবে আমরা হুগলি জেলাশাসক এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশে ব্লক স্তর বা জেলা স্তরের চাষী ভাইয়েদের সঙ্গে কথা বলে কাজটিকে এবার তরান্বিত করব।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
- MRI
- 3D Multi Slice CT Scan
- Digital X-Ray
- Colour Doppler
- Ultrasonography
- Echocardiography 2DM Mode & colour
- Holter Monitor
- Endoscopy
- Colonoscopy
- EMG
- NCV
- EGG
- Pathology
- FNAC

‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচীতে শিথিলতা

আরামবাগ মহকুমায় বাড়ছে দুর্ঘটনা

ফাইল চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচী নিয়ে কিছুটা শিথিলতা দেখা দিতেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনা। সম্প্রতি এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুও ঘটে। ছবিটা হুগলির আরামবাগ মহকুমার। নিয়মিত এই মহকুমার চারটি থানা এলাকার কোনও না কোনও স্থানে ছোট বড় দুর্ঘটনা লেগেই আছে। মৃত্যু ঘটছে অনেক ক্ষেত্রেই। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বেশিরভাগ মৃত্যুই ঘটছে বাইক দুর্ঘটনায়। আর মৃতদের বেশিরভাগেরই মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না। আর এই ঘটনায় প্রশাসন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই চিন্তিত। অথচ কিছুদিন আগেও ছবিটা ছিল অন্যরকম। বছরের প্রথম ৬ মাসে দুর্ঘটনার পরিমাণ অনেকটাই কম ছিল। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে তা বেড়েই চলেছে। জানা গেছে, ২০১৬ সালে আরামবাগ মহকুমার চারটি থানা এলাকায় মোট ১৬৭টি পথ দুর্ঘটনায় ঘটে। এইসব দুর্ঘটনায় মোট ৮০জন মারা যান। তার মধ্যে আরামবাগ থানায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৮৭টি। মৃত্যু হয়েছিল ৩৮জনের। গোঘাট থানা এলাকায় মোট ৪৫টি দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে মারা যান ২১জন। ১৯টি দুর্ঘটনা ঘটে খানাকুল থানা এলাকায়। সেখানে মোট ১৪জনের মৃত্যু হয়। এছাড়াও পুরশুড়া থানা এলাকায় ১৬টি দুর্ঘটনায় ৭জন মারা যান। কিন্তু এবছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে নভেম্বর পর্যন্তও মৃতের সংখ্যা ৮০জন। মোট দুর্ঘটনা ঘটেছে ১৩৮টি। অথচ ডিসেম্বরের পরিসংখ্যান এর মধ্যে নেই। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবছরে দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং মৃত্যুর হার অনেক বেশি। ডিসেম্বরের হিসাবে ধরলে গত বছরের তুলনায় এ সংখ্যা যে আরও অনেক বেড়ে যাবে কোনও সন্দেহ নেই। এবছরে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে আরামবাগ থানা এলাকায়। এখানে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৭৫টি দুর্ঘটনায় ৪১জনের মৃত্যু হয়েছে। গোঘাটে ৪৫টি দুর্ঘটনায় ৩৭জনের এবং খানাকুল ১০টি দুর্ঘটনায় ৫জন মারা গেছেন। এছাড়া পুরশুড়া থানা এলাকায় ৮টি দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়ে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, প্রথম পর্যায়ে প্রশাসন ও বেসরকারি উদ্যোগে ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হলেও এখন সেই প্রচারের সক্রিয়তা অনেকটাই কমে গেছে। পুলিশের হেলমেট চেকিং-এর ঘটনাও আগের মতো নেই। পাম্পগুলি থেকেও বিনা হেলমেটেই বাইক আরোহীরা তেল নিয়ে চলে যাচ্ছে। এছাড়াও রাস্তার দুদিকে জবরদখল, যানবাহনের দুরন্ত গতিও দুর্ঘটনা বাড়ার জন্য দায়ি।

তবে পুলিশ প্রশাসনের দাবি, হেলমেট চেকিং নিয়মিতই করা হচ্ছে। এছাড়াও মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রচারও চলছে। পাশাপাশি তাদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষকেও এব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তবেই দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো যাবে।

চন্দননগর শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে
৭ম বার্ষিক
সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

কোন প্রবেশ মূল্য নাই
আপনাদের সকলের রইলো সাদর আমন্ত্রণ
যোগাযোগ ৮০১৭৯৭৪৫৭/ ৯৮৭৪৫৫১২২১/ ৮৩৩৪৯৬৫২৯৫
Partha Hdtmyc facebook
৭ই জানুয়ারী, ২০১৮, রবিবার দুপুর ১ ঘটিকায়
স্থান ঃ চন্দননগর স্ট্যান্ড, চন্দননগর হুগলী।

CYMK